ফতোয়া ঃ

১। আল্লামা বারজিঞ্জি মউলুদে বারজিঞ্জিতে ফতোয়া দিয়েছেন ঃ

وَاسْتَحْسَنَ الْقِيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ مَوْلِدِهِ الشَّرِيْفِ اَئِمَّةٌ ذَوُ رِوَايَةٍ وَرَوِيَّةٍ".

অর্থাৎ ঃ "হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বেলাদত শরীফ বা শুভাগমনের বর্ণনাকালে ঐ সময়ে দাঁড়ানো বা কিয়াম করাকে রেওয়ায়াত ও দিরায়াতের অধিকারী ইমাম মুজতাহিদগণ মোস্তাহসান বলে ফতোয়া দিয়েছেন"(মৌলুদে বারজিঞ্জী) উল্লেখ্য যে, আল্লামা বারজিঞ্জী মুজতাহিদ ছিলেন।

২। আল্লামা সৈয়দ আবু বকর ওরফে সৈয়দ বাকারী (মক্কা) স্বীয় গ্রন্থ اِعَانَةُ الطَّالِبِيْنَ ৩য় খন্ড ৩৬৫ পৃষ্ঠায় মিলাদের কিয়ামকে মোস্তাহসান বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তাঁর ইবারত নিম্নরূপ ঃ

وَقَدْ بَسَطَ الْكَلَامَ عَلٰى ذٰلِكَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ بِبَلَدِ اللّٰهِ الْحَرَامِ مَوْلَانَا وَاُسْتَاذُنَا الْعَارِفُ بِرَبِّهِ الْمَنَّانِ سَيِّدُنَا السَّيِّدُ اَحْمَدُ بْنُ زَيْنِيْ دَحْلَانَ فِيْ سِيْرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ- "جَرَتِ الْعَادَةُ اَنَّ النَّاسَ اِذَا سَمِعُوْا ذِكْرَ وَضْعِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْمُوْنَ تَعْظِيْمًا لَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وَهٰذَ الْقِيَامُ مُسْتَحْسَنٌ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْظِيْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ كَثِيْرٌ مِّنْ عُلَمَاءِ الْاُمَّةِ الَّذِيْنَ يُقْتَدٰى بِهِمْ.

অর্থ ঃ "মিলাদ কিয়াম সম্পর্কে আল্লাহর পবিত্র শহরের শাইখুল ইসলাম (মককার মুফতীয়ে আযম) আমার (সৈয়দ বাকারী) মনিব ও ওস্তাদ আরিফ বিল্লাহ সৈয়্যদুনা সৈয়দ আহমদ ইবনে জাঈনী দাহলান মককী তাঁর প্রনীত "সিরাতুন্নবী" গ্রন্থে ফতোয়া দিয়েছেন যে, হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বেলাদত বর্ণনাকালে যখন উপস্থিত লোকজন হুযুরের পবিত্র শুভাগমনের শুভ

সংবাদ শুনেন– তখন প্রচলিত প্রথা মোতাবেক তারা হুযুরের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান। এটা যুগ যুগান্তরের প্রচলিত ধারা। এই কিয়ামটি হচ্ছে মোস্তাহসান। কেননা, এতে রয়েছে হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। উম্মতের মধ্যে এমন সব গণ্যমান্য উলামায়ে কেরাম উক্ত কিয়াম করেছেন– যাদেরকে লোকেরা পেশোয়া বা অনুসরনীয় হিসাবে গণ্য করেন"।

(ইয়ানাতুত ত্বালেবীন ৩য় খন্ড ৩৬৫ পৃষ্ঠা)।

মিলাদ কিয়াম সমর্থক ইমামগণের অভিমত ঃ

১। মিলাদ শরীফের ফযিলত সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন–

قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِىْ قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهٗ وَدِدْتُّ لَوْكَانَ لِىْ مِثْلَ جَبَلِ اُحُدٍ ذَهَبًا لَاَنْفَقْتُهٗ عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ الرَّسُوْلِ–

অর্থ ঃ হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন–" আমার নিকট যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, তাহলে ঐ স্বর্ণ রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফে ব্যয় করে দেয়া আমার অতি প্রিয় কাজ"।

(ইয়ানাতুত ত্বালেধীন ৩য় খন্ড ৩৬৬ পৃষ্ঠা)

২। বিশ্ব বিখ্যাত ওলী হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন–

قَالَ الْجُنَيْدُ الْبَغْدَادِىْ رَحْمَةُ اللّٰهِ مَنْ حَضَرَ مَوْلِدَ الرَّسُوْلِ وَعَظَّمَ قَدْرَهٗ فَقَدْ فَازَ بِالْاِيْمَانِ–

অর্থঃ হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– "যারা রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফের মজলিসে উপস্থিত হবে এবং মিলাদ শরীফের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে– তারা ঈমানের দ্বারা সফল–কাম হবে"। (ইয়ানাতুত ত্বালেবীন ৩য় খন্ড ৩৬৬ পৃষ্ঠা)

৫। হযরত মারূফ কারাখী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন–

قَالَ الْمَعْرُوْفُ الْكَرَخِىُّ قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهٗ مَنْ هَيَّأَ لِاَجْلِ قِرَاءَةِ مَوْلِدِ الرَّسُوْلِ طَعَامًا وَجَمَعَ اِخْوَانًا وَاَوْقَدَ سِرَاجًا وَلَبِسَ جَدِيْدًا

وَتَعَطَّرَ وَتَجَمَّلَ تَعْظِيْمًا لِمَوْلِدِهِ حَشَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْفِرْقَةِ الْاُوْلٰى مِنَ النَّبِيِّيْنَ-

অর্থ ঃ হযরত মারূফ কারাখী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন– "যারা রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফ উপলক্ষে খানা তৈরী করবে, বন্ধু বান্ধবদেরকে দাওয়াত করে একত্রিত করবে, মজলিসকে আলোকসজ্জিত করবে, নূতন পোষাক পরিধান করবে, আতর এবং খুশ্‌বু লাগাবে ও মজলিসকে খুশবুদার করবে এবং এসব কিছুর উদ্দেশ্য হবে রাসুলে পাকের সম্মান প্রদর্শন করা– তাহলে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে হাশর নসীব করবেন।

(ইয়ানাতুত ত্বালেবীন ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ৩৬৬)।

বিঃ দ্রঃ এই ফতোয়া গ্রন্থটি মক্কা শরীফে লিখিত এবং প্রকাশিত। চার খন্ডে সমাপ্ত। লেখক হচ্ছেন আল্লামা সাইয়েদ আবু বকর– ওরফে সাইয়েদ বাকারী (রহঃ)।

কিয়াম সমর্থক ইমামগণ ঃ

যেসব বরণীয় ও অনুস্মরণীয় উলামা ও মুজতাহিদগণ উক্ত মিলাদ ও কিয়াম করতেন– তাঁদের মধ্যে ইমাম তাকিউদ্দিন সুবকি, আল্লামা নবভীর ওস্তাদ ইমাম আবু শামা, আল্লামা ছাখাভী, আল্লামা ইবনে জওজী, আল্লামা সিব্‌তু ইবনে জওজী, হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী, হাফেজ শামছুদ্দীন শামী, হযরত হাসান বসরী, হযরত জুনাইদ বাগদাদী, ইমাম ইয়াফেয়ী, হযরত সিররী সাকতী, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী প্রমূখ–মনিষীদের নাম আল্লামা সৈয়দ বাকারী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন (উক্ত ইয়ানাতুত ত্বালেবীন ৩য় খন্ড ৩৬৫ ও ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মককা মোয়াজ্জমার মুফতীয়ে আযম শাইখুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ আহমদ ইবনে জাঈনী দাহ্‌লান মককী (রহঃ) মিলাদের কিয়ামকে বলছেন মোস্তাহসান, আর দেওবন্দের রশীদ আহমদ, খলিল আহমদ, আশ্রাফ আলী গং-রা বলছে বিদ্‌আত ও হারাম। কার কথা ও ফতোয়া গ্রহণযোগ্য হবে– পাঠকরাই ঠিক করবেন। কোথায় মক্কা মোয়াজ্জমার ফতোয়া– আর কোথায় দেওবন্দের ফতোয়াবাজী। (লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা)